মুহাররম ও আশুরা

গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

মুহাম্মাদ তানভীর হোসেন

০১৭১১ ৫২২ ৫১০

tanveer.bd@icloud.com

হিজরী ক্যালেন্ডারের ১২ মাস

মুহাররম মাস

- হিজরী ক্যালেন্ডারের **প্রথম মাস**
- মুহাররম, **৪টি হারাম (সম্মানিত) মাসের** অন্যতম
- মুহাররম মাস পবিত্র **আশুরা'র** মাস
- নবী মুসা (আলাইহিস সালাম) এর **বিজয়ের মাস**
- শক্তিশালী, জালিম সম্রাট ফিরআউন ও তার সাম্রাজ্যে'র **পতনের মাস**
- মহান আল্ল-হ্‌র সন্তুষ্টি এবং ইবাদতের জন্য বছরব্যাপী পরিকল্পনা তৈরীর মাস

মুহাররম অন্যতম হারাম (সম্মানিত) মাসঃ কুরআনুল কারীম

“নিশ্চয়ই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হইতেই আল্ল-হ্‌র বিধানে আল্ল-হ্‌র নিকট মাস গননায় **মাস বারটি;**

তন্মধ্যে **চারটি হারাম** (সম্মানিত/পবিত্র) মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান;

সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি **জুলুম** করিও না

এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সমবেত ভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে

এবং জানিয়া রাখো আল্ল-হ্‌ তো **মুত্তাকীদের** সংগে আছেন”।

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

(সূরা তাওবা ৯ঃ ৩৬)

চারটি হারাম (সম্মানিত/পবিত্র) মাসঃ হাদীস

আবু বাকরাহ্ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

রসূল (ﷺ) বলেছেন,

“বছর হলো **বারটি** মাসের সমষ্টি,

তার মধ্যে **চারটি অতি সম্মানিত**।

তিনটি পরপর লাগোয়া,

যিলক্বদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম,

আর চতুর্থটি হলো জুমাদিউস সানি

ও শা’বান এর মধ্যবর্তী **রজব**”।

(বুখারীঃ ৪৪০৬, ৫৫৫০, আবূ দাউদঃ ১৯৪৭)

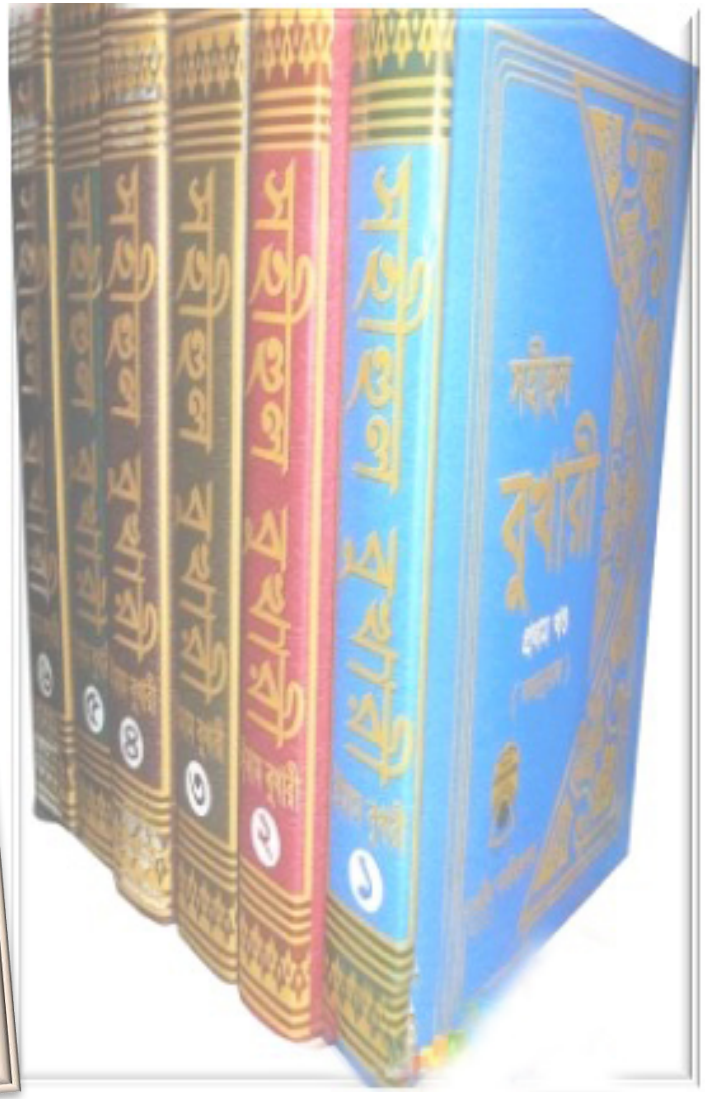

পরিকল্পনা

আসুন, নূতন বছরে ছোট ছোট কিছু আমলের **পরিকল্পনা** করি যা সারা বছর বাস্তবায়ন করতে পারব, ইনশা- আল্ল-হ্।

মহান আল্ল-হ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের এই ছোট ছোট কর্মের পরিকল্পনাটুকু গ্রহন করুন এবং বাস্তবায়নে আমাদের শতভাগ সাহায্য করুন।

- ✧ বিগত বছরের ধর্মীয় কাজসমূহের মূল্যায়ন (evaluation) করা।
- ✧ বিগত বছরসমূহের পাপরাশির জন্য তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া ।
- ✧ প্রাত্যহিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা করা।

বেশীর ভাগ মুসলিম ভাই-বোন এইসব আমলগুলো এমনিতেই পালন করে থাকেন। পরিকল্পনা করে রাখলে সুবিধা হলো আমলের দিনটি উপস্থিত হলে অথবা তার পূর্বে কিংবা আমলের সময়টিতে আল্ল-হ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কাজটির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন, ইনশা- আল্ল-হ্।

প্রতি বেলায়, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক, বাস্তবায়নযোগ্য অল্প কিছু ছোট ছোট আমল এখানে বর্ণনা করা হলো।

পরিকল্পনা

- প্রতিবেলা
- প্রতিদিন
- সাপ্তাহিক
- মাসিক
- বাৎসরিক

বিগত সময়ের পাপরাশির জন্য তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া

- ✧ তাওবা কি?
- ✧ তাওবা কেন?

তাওবা'র আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা অথবা ফিরে আসা।
১. শির্ক-কুফর ও সব ধরণের কবিরা গুনাহ চিহ্নিত করা
২. গুনাহ থেকে দ্রুত বের হওয়া বা নিজেকে বিরত রাখা
৩. পূর্বকৃত অপরাধের শাস্তির ভয় স্মরণ করা
৪. অনুতপ্ত হৃদয়ে, পূর্ববর্তী গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া
৫. পূনরায় ঐ গুনাহের কাজ না করার অঙ্গীকার করে
মহান আল্ল-হ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলো **তাওবা**।

"...নিশ্চয়ই আল্ল-হ্ **তাওবাকারীদের** ভালবাসেন এবং যারা **পবিত্র থাকে** তাদেরকেও ভালবাসেন" *(সূরা বাক্বারা ২ঃ ২২২)*

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্ল-হ্র নিকট তাওবা কর, **বিশুদ্ধ তাওবা;** সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দিবেন..'।

(সূরা তাহরীম ৬৬ঃ ৮)

আগার আল মুযানী (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূল (ﷺ) বলেছেন, "হে মানবজাতি তোমরা আল্ল-হ্র কাছে তাওবা কর, **আমি প্রতি দিন একশতবার তাওবা করি**" *(মুসলিমঃ ২৭০২)*

মিসওয়াক

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"এটা যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হত, তাহলে আমি

প্রতি সলাতের পূর্বে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম"।

(বুখারীঃ ৮৮৭, মুসলিমঃ ২৫২, আবু দাউদঃ ৪৬, নাসাঈঃ ৭, ৫৩৪

ইবনু মাজাহঃ ৬৯০, আহমাদঃ ৭৩৩৯, বায়হাকীঃ ১৫৪)

প্রতিবেলা

সলাত (নামাজ)
সঠিক সময়ে,
সঠিক নিয়মে,
বিনয় ও নম্রতার সাথে
খুশু-খুজুহ সহকারে আদায় করা
এবং অন্যদেরকে নামাজী বানানোর
প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

ওযুর শুরুতে
বলতে ভুলে না
যাওয়া!

‘বিসমিল্লা-হ্’

(আল্ল-হ্র নামে [আরম্ভ করছি])

(আবু দাউদঃ ১০১, ইবনু মাজাহঃ ৩৯৭)

সা’ঈদ ইবনু যায়দ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্নিত।
রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন,
“যে ব্যক্তি ওযূর শুরুতে ‘বিসমিল্লা-হ্’ পড়েনি,
তার ওযূ বিশুদ্ধ হয়নি”।
(তিরমিজীঃ ২৫, ইবনু মাজাহঃ ৩৯৮, সহীহুল জামিঃ ৭৫১৪)

ওযূ শেষে কালিমা শাহাদাত পাঠ করা এবং দু'আ করা

রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে অতঃপর কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে, সে যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে'।
(মুসলিমঃ ১/২০৯ # ২৩৪, তিরমিজী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তিরমিজীতে অতিরিক্ত আছে, 'হে আল্ল-হ্! আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অর্ন্তভূক্ত করুন'। তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে।
(তিরমিজীঃ ৫৫)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আল্ল-হুম্মাজ 'আলনী মিনাত্ তাওওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহিরীন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

(নাসাঈঃ ১৭৩)

ওযূ শেষ করে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল ওযু সলাত

উসমান (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) এর মুক্ত করা দাস- হুমরান (রহ.) থেকে বর্ণিত। উসমান (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) ওযুর পানি আনতে বললেন। প্রথমে তিনি তিনবার উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর তাঁর মুখমন্ডল তিনবার এবং তিনবার করে ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার করে ডান ও বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন।

পরে বললেনঃ আমি রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) কে এরূপ ওযূ করতে দেখেছি।

উসমান ইবনু আফফান (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) বললেন, রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সলাত একাগ্রচিত্তে (দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না) আদায় করবে, তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'।

[সহীহ বুখারী ঃ ১৫৯, ১৬৪, ১৯৩৪, ৬৪৩৩ (তাওহীদ), ১৬১, ১৬৫ (ইসলামিক ফাউন্ডেশান), ১৫৬ (আধুনিক প্রকাশনী), মুসলিমঃ ২/৩, হাদীস # ২২৬, আহমাদঃ ৪৯৩, ৫১৩]

তাহিয়্যাতুল ওযু - উত্তম পুরুস্কার

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।
রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ), বিলাল (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,
"হে বিলাল! আমাকে **সর্বাধিক আশাপ্রদ 'আমল** বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, **জান্নাতে (মি'রাজের রাতে)** আমি আমার সম্মুখে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি"।
বিলাল (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) বললেন,

"আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে,
আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময়
তহারাত (পবিত্রতা) অর্জন করেছি,
তখনই সে তহারাত দ্বারা সলাত পড়েছি,
যতটুকু সলাত আদায় করা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ ছিল"।
(সহীহুল বুখারীঃ ১১৪৯ (তাওহীদ), ১০৮৩ (ইফা) মুসলিমঃ ২৪৫৮, আহমাদঃ ৮১৯৮, ৯৩৮০)

নামাজে ২ সিজদাহ্‌র মধ্যবর্তী সময়ে - দু'আ

○ আল্ল-হুম্মাগ ফিরলীঃ		اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ	হে আল্ল-হ্ আমাকে ক্ষমা করুন
○ ওয়ার'হামনী	ঃ	وَارْحَمْنِي	আমার উপর রহম করুন
○ ওয়াহ্‌দ্বিনী	ঃ	وَاهْدِنِي	আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন
○ ওয়া'আফিনী	ঃ	وَعَافِنِي	আমাকে নিরাপত্তা দান করুন
○ ওয়ারযুকনী	ঃ	وَارْزُقْنِي	আমাকে রিযিক দান করুন
○ ওয়াজবুরনী	ঃ	وَاجْبُرْنِي	আমার সকল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন
○ ওয়ারফা'নী	ঃ	وَارْفَعْنِي	আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন

(আবু দাউদঃ ১/২৩১ # ৮৫০, তিরমিজীঃ ১/৯০, ২৮৪, ২৮৫, ইবনু মাজাহঃ ১/১৪৮, ৮৯৮)

জীবিত থেকেও মৃতের ন্যায় আচরণ না করা

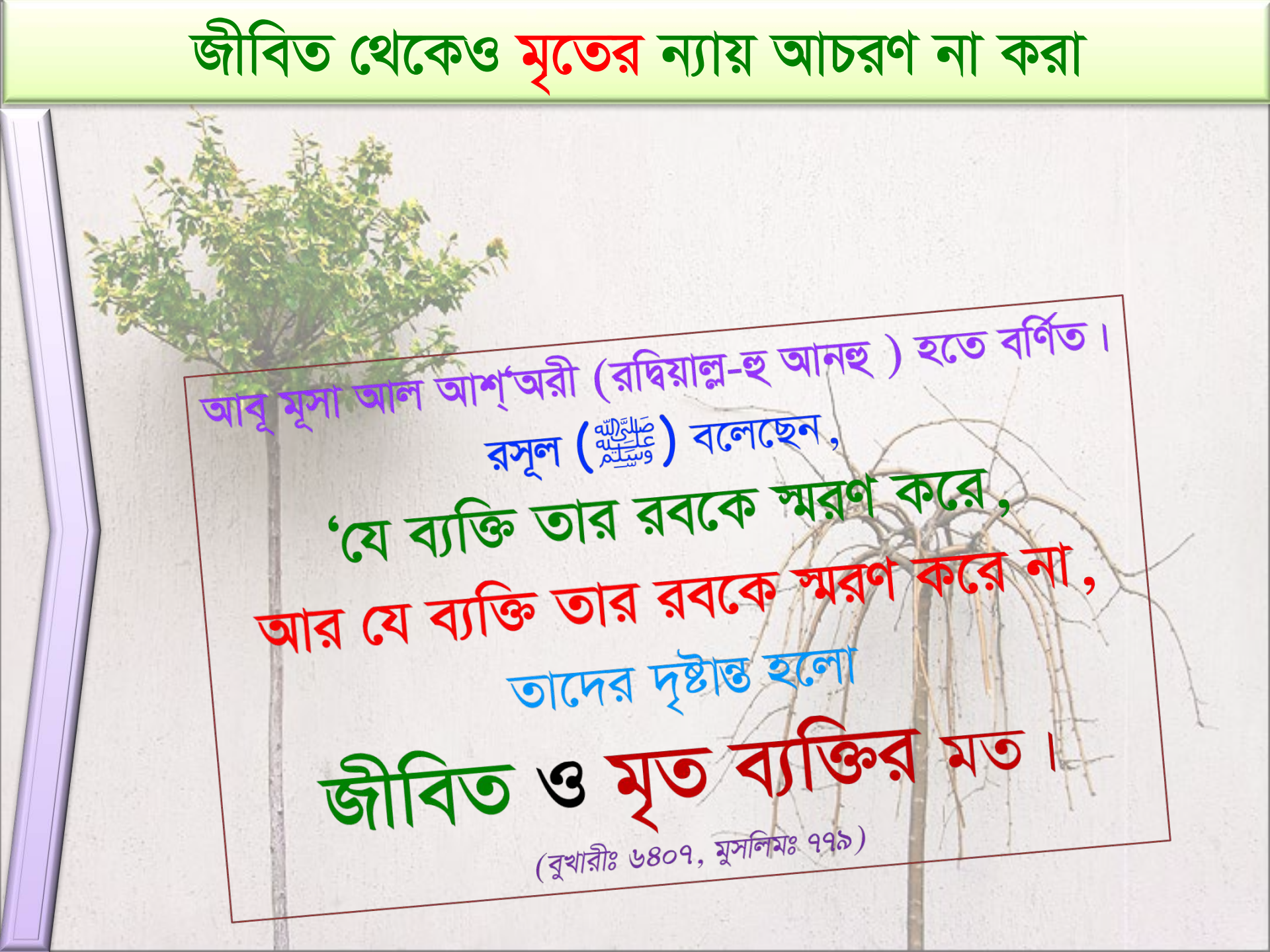

আবূ মূসা আল আশ্‌'অরী (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

রসূল (ﷺ) বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে,

আর যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে না,

তাদের দৃষ্টান্ত হলো

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত।

(বুখারীঃ ৬৪০৭, মুসলিমঃ ৭৭৯)

পরিকল্পনা

Qur'an Hour

প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে এক ঘন্টা কিংবা কমপক্ষে ৩০ মিনিট কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, অর্থ জানা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন নিয়ে আলোচনা করা।

নির্দিষ্ট সময়টির নাম হতে পারে **'কুর'আন আওয়ার'**।

যে-যার কাজ শেষ করে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে কুরআন মাজীদ/আম্মাপারা/কায়দা নিয়ে উপস্থিত হবেন। বাড়ীতে মেহমান থাকলে, তাঁকেও **'কুরআন আওয়ারে'** আমন্ত্রণ জানাতে সংকোচ বোধ করবেন না।

পরিকল্পনা

প্রতিদিন দু'আ করা

প্রতিদিন

বাবা-মা

স্বামী / স্ত্রী

ভাই-বোন

সন্তানদের

জন্য

কুরআন মাজীদ হতে অন্ততঃ একবার হলেও দু'আ করা।

সাপ্তাহিক জুমু'আ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩

হে মু'মিনগণ! জুমুআর দিনে যখন সলাতের (নামায) জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্ল-হ্‌র স্মরণে দ্রুত ধাবিত হও এবং **ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর;** ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্দি কর।

(সূরা জুমু'আ ৬২ঃ ৯)

কুরআনুল কারীমের সূরা জুমুআ'র ৯ নম্বর আয়াতটি আমাদের ব্যতিব্যস্ত জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা।

সাপ্তাহিক দুইদিন নফল সিয়াম (রোজা) পালন

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্নিত। তিনি বলেন রসূলুল্ল-হ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্ল-হ্ তা'য়ালা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য;

তবে সিয়াম নয়,

যেহেতু তা আমারই জন্য এবং

আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব"

(বুখারীঃ ১৮৯৪, ১৯০৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসলিমঃ ১১৫১, ২৫৯৬-৯৮ তিরমিজীঃ ৭৬৪, ইবনু মাজাহঃ ১৬৩৮, নাসাঈঃ ২২১৭-১৯)

আবু হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দাহ্র আমল আল্ল-হ্ তা'য়ালার দরবারে পেশ করা হয়। কাজেই আমি পছন্দ করি যখন আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি সওম অবস্থায় থাকব"।

(তিরমিযীঃ ৭৪৭, আবু দাউদঃ ২৪৩৬, ২৪২৮ [ইফা], ইবনু মাজাহঃ ১৭৪০, নাসাঈঃ ২৩৬০)

‘আইয়্যামে বীয’ এর সিয়াম পালন (প্রতি মাসে)

১৩

আব্দুল্ল-হ্ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন, “প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা, সারা বছর সিয়াম পালনের সমান”।

(বুখারীঃ ১৯৭৫, ১৯৭৬, মুসলিমঃ ১৩/৩৩৫ # ১১৫৯)

১৪

আবু যর গিফারী (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন, “প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম (নফল) পালন করতে চাইলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তা পালন করো”।

(তিরমিজীঃ ৭৬১, নাসাঈঃ ২৪২৪)

১৫

আবূ হুরাইরাহ্ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমার বন্ধু নাবী (ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করবো না।

১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা

২. সলাতুদ-দুহা আদায় করা এবং

৩. বিতর (সলাত) আদায় করে শয়ন করা’।

(বুখারীঃ ১৯৮১, মুসলিমঃ ৬/১৩, হাঃ ৭২১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১০৩, ইফাঃ ১১০৮)

প্রতি মাসে নূতন চাঁদ (হিলাল) দেখে দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْاِيْمَانِ
وَ السَّلَامَةِ وَ الْاِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى
رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ

Allaah is the Greatest, O Allaah, bring us the new Moon with **Security & Faith,** with **Peace & in Islam** and in harmony with what our RABB loves and what pleases HIM; Our RABB & your RABB is Allaah.

(আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা- বিল **আম্নি ওয়াল ঈমা-নি**, ওয়াস **সালা-মাতি ওয়াল ইসলামি**, ওয়াত্তাওফীকি লিমা-তুহিব্বু ওয়াতারদ- রব্বুনা- ওয়া রব্বুকাল্ল-হ।

আল্ল-হ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্ল-হ! আপনি এ নূতন চাঁদের সূচনা করুন **নিরাপত্তা (কল্যান)** ও **ঈমানের** সাথে, **শান্তি ও ইসলামের** সাথে এবং যে কাজকে আপনি ভালবাসেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন তার তৌফিকের সাথে; (হে নূতন চাঁদ) আমাদের ও তোমার রব আল্ল-হ।

(তিরমিজীঃ ৫/৫০৪, আত্ দারিমিঃ ১/৩৩৬, সহীহ তিরমিজীঃ ৩/১৫৭)

বাৎসরিক পরিকল্পনা

হাজ্জ ও উমরাহ পালনে সামর্থ্যবানদের জন্য প্রযোজ্য

আবু হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

রসূল (ﷺ) বলেছেন,

"এক উমরাহ হতে অপর উমরাহ পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

এবং হাজ্জে মাবরুর এর প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন আর কিছুই নয়"।

(বুখারীঃ ১৭৭৩ এবং মুসলিমঃ ১৩৪৯, ৩৩৫৫, তিরমিজীঃ ৯৩৩, ইবনু মাজাহঃ ২৮৮৮)

আল্ল-হ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্ল-হ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করলে জানিয়া রাখুক, নিশ্চয়ই আল্ল-হ্ বিশ্বজাহানের মুখাপেক্ষী নহেন"।

(সূরা আলি ইমরান ৩ঃ ৯৭)

সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা হাজ্জ পালন করেননি অথবা করছেন না; তাঁদের জন্য মহান আল্ল-হ্ তা'য়ালার সাবধান বার্তা!!!

হাজ্জের পুরুষ্কার অনন্য!

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি আল্ল-হ্র উদ্দেশ্যে হাজ্জ করেছে,
কোন অশ্লীল কথা বলেনি
অথবা কোন অন্যায় কাজ করেনি,
সে হাজ্জ হতে সেদিনের ন্যায়
পাপমুক্ত হয়ে ফিরবে,
যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল'।

(বুখারীঃ ১৫২১, ১৮১৯, ১৮২০ এবং মুসলিমঃ ১৩৫০)

"Virtue of Fasting Ashura"

১০ মুহাররম (আশুরা)

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এবং

একজন মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয়

THE

DAY OF

'ASHOORA

মুহাররম মাসের সওম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ».

আবু হুরাইরাহ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"রমাদানের পর সর্বোত্তম সওম হলো আল্ল-হ্‌র মাস **মুহাররম মাসের সওম** এবং ফরজ সলাতের পর সর্বোত্তম সলাত হলো রাতের সলাত"।

(মুসলিমঃ ১১৬৩, আবূ দাউদঃ ২৪২৯, তিরমিজীঃ ৪৩৮, নাসাঈঃ ১৬১৬)

মুহাররম মাসের (আশুরা) সওমের বিবর্তন

ইসলামের সূচনা থেকে তার পরিপূর্ণতা পর্যন্ত আশুরার সওমের বিধান একই ছিল না! সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আশুরার সওমের বিধান পরিবর্তন হয়েছে।

আয়িশাহ্ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

"কুরাইশরা জাহিলী যুগে আশুরার দিন সওম পালন করত। মক্কায় থাকাকালীন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ দিন সওম পালন করতেন।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনাতে আগমন করলেন, তখন তিনি আশুরার সওম পালন করলেন এবং অন্যদের সওম পালনের নির্দেশ দিলেন।

এরপর যখন রমাদানের সওমকে ফরজ করা হলো, তখন যার ইচ্ছা সে আশুরার সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে আশুরার সওম পালন করত না."

(বুখারীঃ ১৫৯২, ১৮৯৩, ২০০২, ৩৮৩১, ৪৫০৪, মুসলিমঃ ১১৩/১১২৫, ২৫২৭)

ASHOORA

মুহাররম মাসের (আশুরা) সওম পালনের নির্দেশ

ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিনে সওম পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কোন দিন যে, তোমরা সওম পালন করছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস যেদিন মহান আল্ল-হ্ মুসা ('আলাইহিস সালাম) ও তার সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফিরআউনকে তার দলবলসহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মুসা ('আলাইহিস সালাম) শুকরিয়া হিসেবে এ দিনে সওম পালন করেছেন। এ কারণে আমরাও সওম পালন করে থাকি।

এ কথা শুনে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা ('আলাইহিস সালাম) এর অধিকতর ঘনিষ্ট ও নিকটবর্তী"।

বস্তুত আশুরার দিন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওম পালন করেছেন ও অন্যদেরকেও সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

(বুখারীঃ ২০০৪, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, ৪৬৮০, ৪৭৩৭, মুসলিমঃ ১১৩০, ইবনু মাজাহঃ ১৭৩৪, আবূ দাউদঃ ২৪৪৪)

আশুরার সওমের গুরুত্ব

আবদুল্ল-হ্ ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত।

"আমি রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে

সওম পালন করার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি,

যত দেখেছি এই **আশুরার দিন**

এবং এই মাস অর্থাৎ **রমাদান মাসের** সওমের প্রতি"।

(বুখারীঃ ২০০৬, মুসলিমঃ ১৩/১৯ # ১১৩২)

"Virtue of Fasting Ashura"

মুহাররম মাসের (আশুরা) সওমের ফজিলত

আবু কাতাদাহ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার সওম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন,

"বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গৃহীত হয়"।

(মুসলিমঃ ১১৬২, তিরমিজীঃ ৭৫২, ২৮০৯, ইবনু মাজাহঃ ১৭৩৮, আবূ দাউদঃ ২৪২৫)

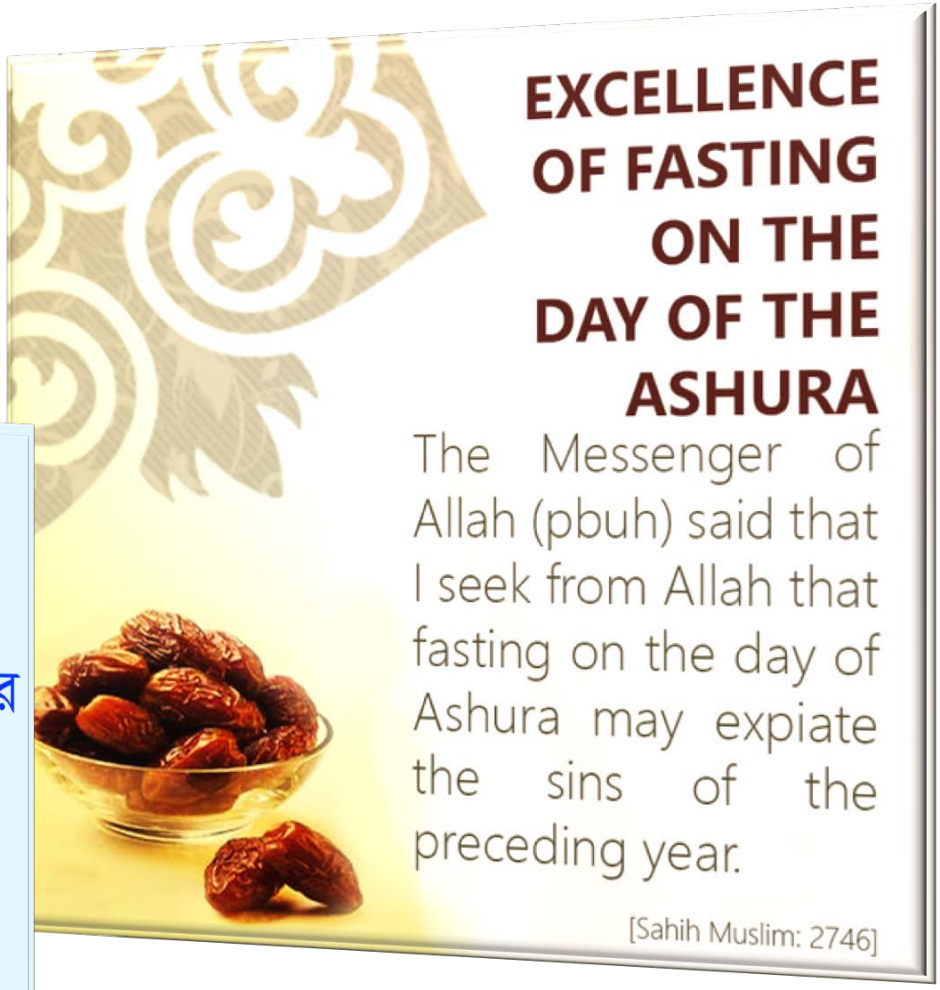

আশুরার সওম (ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরোধিতা করার নির্দেশ)

আশুরার সওম (নবম ও দশম মুহাররম)

ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত।

'রসূলুল্ল-হ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরা দিন সওম রেখেছেন

এবং সাহাবীগনকেও সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

তখন সাহাবীগন আরজ করলো, হে আল্ল-হ্‌র রসূল!

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা এ দিনটিকে সম্মান করে।

তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

"যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই

মুহাররম মাসের নবম

তারিখেও সওম পালন করব"।

(মুসলিমঃ ১১৩৪, ২৫৫৭, ইবনু মাজাহ্‌ঃ ৪/৪১ # ১৭৩৬, আবূ দাউদঃ ২৪৪৫)

জুমু'আ কিংবা শনিবার হলেও আশুরার সওম পালন করা যাবে

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্নিত।
রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই
জুমুআ'র দিনের সাথে তার পূর্বের বা পরের দিন
যুক্ত করা ছাড়া সওম পালন না করে।
(বুখারীঃ ১৯৮৫, মুসলিমঃ ১১৪৪, তিরমিজীঃ ৭৪৩, ইবনু মাজাহঃ ১৭২৩)

[বিদ্রঃ আশুরা (১০ মুহাররম) এর সাথে আরেক দিন
যুক্ত করে সওম পালন করা মুস্তাহাব]।

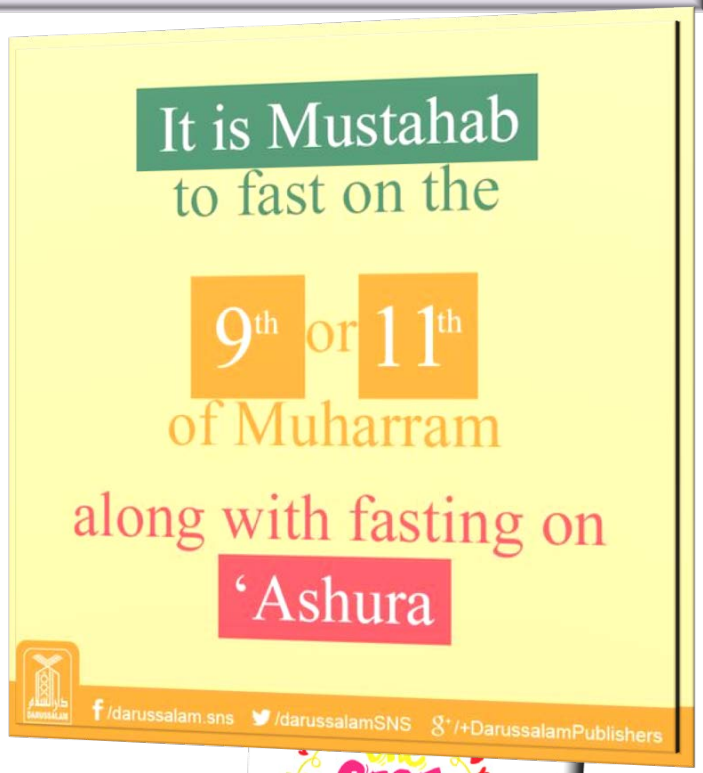

মুহাররম (আশুরা) এর বর্জনীয়

আশুরা উপলক্ষে সওম পালন ছাড়া
অন্য কোন ইবাদত
(যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রদর্শিত নয়,
এমন কার্যাবলী)
করা সম্পূর্ণ বিদ'আত।

মুহাররম (আশুরা) এর বর্জনীয়

আশুরা উপলক্ষে যে কোন ধরণের **শোকের অনুষ্ঠান, মাহফিল, মাতম, তাজিয়া মিছিল, দিন উপলক্ষ করে** ফকির-মিসকীন খাওয়ানো, রাস্তা-ঘাটে পানি পান করানো ইত্যাদি **সম্পূর্ণ বর্জনীয়**।

জাহিলী যুগের ন্যায় আচরণ - রসূল (ﷺ) এর দলভূক্ত নয়

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রদ্বিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"শোকে বেহাল হয়ে যারা গাল চাপড়ায়, জামার বক্ষ ছিড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের ন্যায় আচরণ করে (চিৎকার দেয়),

তারা আমাদের দলভূক্ত নয়।"

(বুখারীঃ ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮, ৩৫১৯ (তাওহীদ), ১২১৭, ১২১৯ (ইফা), মুসলিমঃ ১/৪, # ১০৩, তিরমিজী (ইফা)ঃ ৯৯৯, ইবনু মাজাহঃ ১৫৮৪, নাসাঈঃ ১৮৬৩, ১৮৬৫, ১৮৬৭)

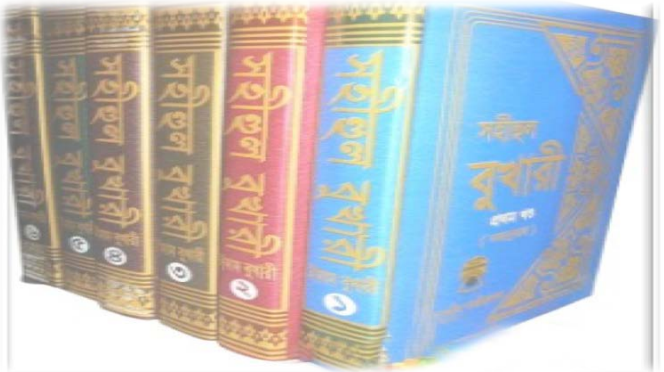

আল্ল-হ্‌র রসূল (ﷺ) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ
كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা

আল্ল-হ্‌ ও আখিরাতকে বিশ্বাস (আশা) করে

এবং

আল্ল-হ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে

তাদের জন্য রয়েছে

আল্ল-হ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ" ।

(সূরা আহযাব ৩৩ঃ ২১)

১০ মুহাররম (আশুরা) ১৪৪২ হিজরী, কবে হচ্ছে?

৩০ আগষ্ট, ২০২০ রবিবার

এবং

আরব দেশসমূহে তার একদিন পূর্বে

আশুরা ১৪৪২ হিজরী সিয়াম (রোজা) পালন

OPTION 1

৯ মুহাররম
২৯ আগষ্ট
শনিবার

&

১০ মুহাররম
৩০ আগষ্ট
রবিবার

OPTION 2

১০ মুহাররম
৩০ আগষ্ট
রবিবার

&

১১ মুহাররম
৩১ আগষ্ট
সোমবার

সূত্রঃ সাহ্‌রী ও ইফতার এর সময় (Muslim Pro App)

Prayer times in **dhaka** — Muslim Pro — August 2020

	Fajr	Sunrise	Dhuhr	Asr	Maghrib	Isha'a
Sat 29 Aug ৯ মুহাররম	04:22	05:39	11:59	15:27	18:20	19:37
Sun 30 Aug ১০ মুহাররম	04:22	05:39	11:59	15:27	18:19	19:36
Mon 31 Aug ১১ মুহাররম	04:23	05:39	11:59	15:26	18:18	19:34

References

- কুর'আনুল কারীম (বাংলা তাফসীর)। প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
- আল-কুরআনুল কারীম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

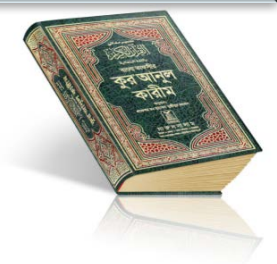

www.quraneralo.com

www.islamhouse.com

- ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- ড. মুহাম্মাদ ইমাম হোসেন
- শায়খ মতিউর রহমান মাদানী
- শায়খ আহমাদুল্লাহ
- শায়খ মুফতি কাজী ইব্রাহীম

- সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)
- সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
- মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (হাদীস একাডেমী)
- বাংলা হাদিসঃ www.hadithbd.com

আল্ল-হ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রেজেন্টেশনটি বিতরণ করতে পারবেন।

কপি, পেষ্ট, এডিট, শেয়ার, ডাউনলোড করে নিজের নামে শেয়ার সব উন্মুক্ত।

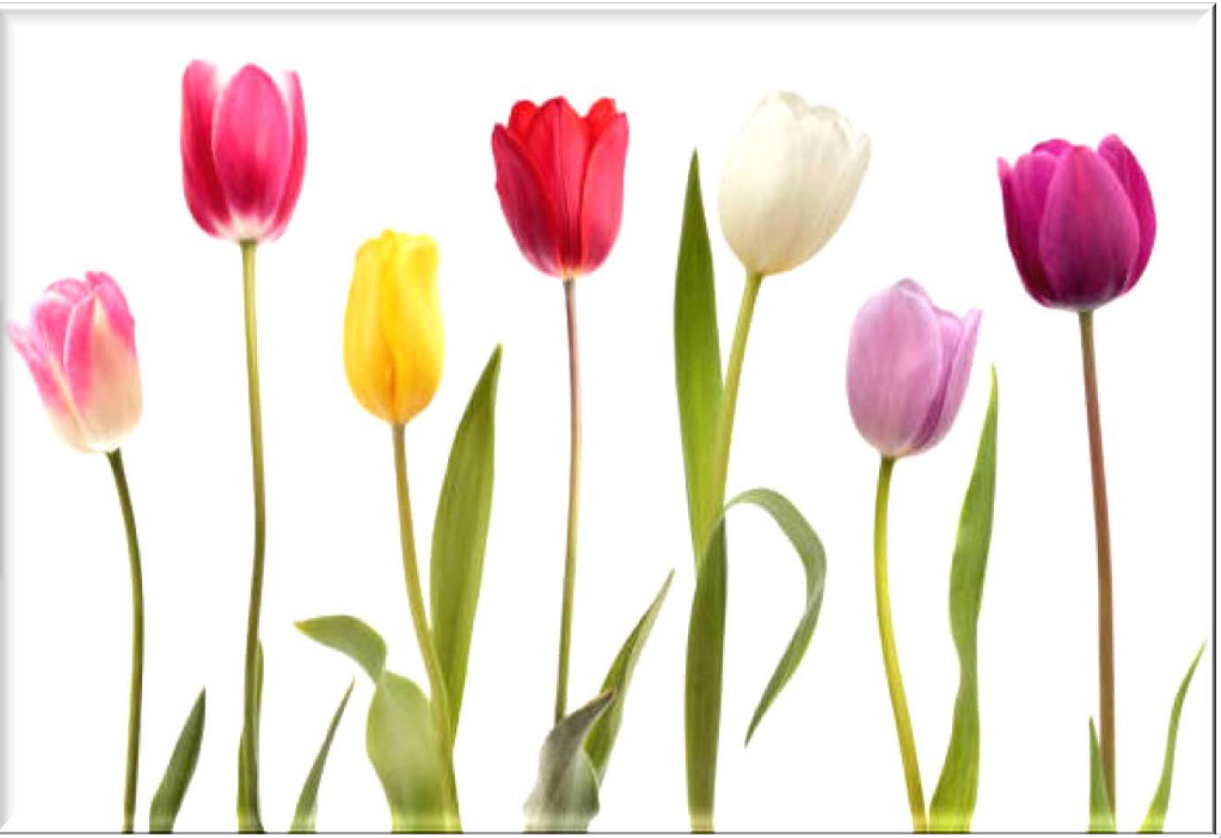

অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল সম্পূর্ণ আমার অযোগ্যতা, অক্ষমতা এবং অদক্ষতা- আল্ল-হ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করুন। মুসলিম ভাই-বোনেরা এই প্রচেষ্টা হতে উপকৃত হলে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং কুরআন ক্লাশ ৭৩ এর সবার জন্য দু'আ করবেন।

হে আল্ল-হ্! যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন ও পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার তৌফিক দিন এবং যখন মৃত্যু দিবেন তখন ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন।

QURANTRTC

Quran Teaching Research & Training Center